যুগান্তর

তারিখ ... 11 JUN 2008
পৃষ্ঠা ... ৯ কলাম ... ৪

শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল অবকাঠামো

একটি দেশের উন্নতির মূলে প্রধান শর্তটি হচ্ছে একটি সুশিক্ষিত জাতি। আর একটি সুশিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার জন্য একটি উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে এসেও আমরা উন্নত ও আধুনিক শিক্ষাবঞ্চিত। দেশে সরকারি-বেসরকারি হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দায় দায় শিক্ষক ও কর্মচারীর পেছনে ব্যয় হচ্ছে সরকারের প্রচুর অর্থ। কিন্তু এ থেকে কি আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত সুফল পাচ্ছি? অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সত্যি কিন্তু কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত খুবই কম। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে শিক্ষকরা প্রাইভেট কোচিং সেন্টারে গিয়ে টিচিংয়ে বেশি আগ্রহী। সরকারি কলেজের শিক্ষকরা বাড়তি আয়ের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সময় দিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ কৃপ কলেজের চাকরিটাকে কোনভাবে টিকিয়ে রেখে ব্যবসায় বাণিজ্যসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে আছেন। দেখা যায় শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে সময়মতো উপস্থিত থাকছেন না। অথচ সকাল সন্ধ্যায় প্রাইভেট পড়ানো এমনকি ক্লাসের সময় কোচিং সেন্টারে টিচিংয়ে তাদের বিরাম নেই। আমি মনে করি শিক্ষা ব্যবস্থার এই নড়বড়ে অবকাঠামোর জন্য প্রধানত দায়ী এই প্রাইভেট প্রথা। কেননা এর বদৌলতেই বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থাটা কেনা বেচার পর্যায়ে চলে গেছে। ছাত্র শিক্ষকের মাঝে আগের মতো সদ্ভাব নেই। শ্রদ্ধা ও আন্তরিকপূর্ণ অবস্থাটা আর তেমন দেখা যায় না। দুঃখটা এখানেই। আমরা যারা আদর্শিক শিক্ষাবঞ্চিত হয়ে শুধু একাডেমিকভাবে শিক্ষিত হচ্ছি দেশ ও জাতি আমাদের কাছ থেকে কি আশা করতে পারে?

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে নকল প্রবণতা। নিজ প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকরাই নকলকে প্রশ্রয় দিচ্ছে- এমন অভিযোগ শোনা যাচ্ছে আজকাল। পরীক্ষার সময় হল পরিদর্শনে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করা, পরীক্ষার্থী নকল করছে দেখেও না দেখার ভান করা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পরিদর্শনে আসতে দেখে পরীক্ষার্থীদের সাবধান করে দেয়া কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে বাঁচার জন্য নকল লুকিয়ে ফেলার ঘটনাগুলো অহরহ ঘটে থাকে। বর্তমানে অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কঠিন চাপ ও কড়াকড়ির কারণে নকল প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু পুরোপুরি নয়। এটা সম্ভব হচ্ছে না বিপর্যস্ত ও গ্রহননমূলক শিক্ষা পদ্ধতির কারণে। তাই আরও কার্যকর পন্থায় শিক্ষার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। এজন্য প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে জবাবদিহিতা থাকা উচিত। বিশ্বায়নের এই যুগে এসে বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করতে হবে। প্রচলন ঘটাতে হবে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার। এছাড়া নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের আরও দক্ষভাবে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধাও নিশ্চিত হওয়া চাই যাতে এই প্রাইভেট নির্ভরতা কাটিয়ে উঠে শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে আরও মনোযোগী হতে পারেন।

এটিএম গোলাম হায়দার হিরো
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ নোয়াখালী সরকারি কলেজ